জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার

অতীব জরুরী

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-৩).৪৯৯

তারিখঃ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ০৮ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

ফ্যাক্স : ৯১৮০৭৮২

ই-মেইল : mihir_sm@yahoo.com

ওয়েব সাইট : www.ecs.gov.bd

ফোন : ৯১৮০৬৫৩ (অফিস)

প্রেরক : **মিহির সারওয়ার মোর্শেদ**
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

প্রাপক : ১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
ও
রিটার্নিং অফিসার

পরিপত্র-৯

বিষয় : দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার বিধানাবলী অনুসরণ, বিভিন্ন টিম ও কমিটি গঠন, নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ইতোমধ্যে পরিপত্র-৮ এ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতীক সংরক্ষণ ও প্রতীক বরাদ্দের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়নসহ অন্যান্য বিষয়ে এ পরিপত্রে নির্দেশাবলী রয়েছে।

২। **রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২(৩এ)(বি) অনুসারে মনোনয়নপত্রের সাথে সংযুক্ত নমুনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নিজস্ব প্যাডে দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক অথবা সমপদধারী কার্যনির্বাহকের স্বাক্ষরে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে। উক্ত মনোনয়ন মনোনয়নপত্র দাখিলের সাথেই তা দাখিল করতে হবে। তবে উল্লেখ্য যে, যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল একটি নির্বাচনি এলাকায় একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান বা সচিব বা সমপদমর্যাদার কার্যনির্বাহী কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত পত্রের মাধ্যমে তিনি নিজে বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে উক্ত দলের অন্যান্য মনোনীত প্রার্থী আর প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন না। চূড়ান্ত মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী দলের অনুকূলে সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ পাবেন, যদি না তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন। দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলে অথবা নির্বাচন কমিশন অন্য কোন নির্দেশনা প্রদান করলে রিটার্নিং অফিসার প্রতীক বরাদ্দ সংক্রান্ত অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে অন্যান্য কার্যক্রম পরিপত্র-৮ এর অনুচ্ছেদ ৩-৭ এবং দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েলের নবম অধ্যায়ের নির্দেশনা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। **নিরপেক্ষতা অক্ষুন্ন রাখা**: নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা সকলের নিকট সমুজ্জ্বল ও সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার হিসাবে আপনি নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেনঃ

(১) বিশেষ কোন মহলের কোন প্রকার প্রভাব বা হস্তক্ষেপ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা যাতে ক্ষুণ্ন না করতে পারে তা আইন, বিধিমালা ও আচরণ বিধিমালার আলোকে নিশ্চিত করতে হবে;

(২) নির্বাচনের ন্যায় একটি সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এমন কোন কাজ করবেন না, যার দ্বারা তাদেরকে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় এবং

তারা যে পক্ষপাতদুষ্ট এমন ধারনা যাতে সৃষ্টি না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রতিটি কাজে আইন ও বিধির যথার্থ প্রয়োগ ও অনুসরণ করতে হবে;

(৩) জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে এলাকার জনগণের যৌথসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলকে ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সংগে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;

(৪) ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে ভোটকেন্দ্রে আসিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে নিশ্চয়তামূলক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমাণ ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

(৫) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং যে কোন প্রকার অশুভ কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সদা সতর্ক থাকিবার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণকে কঠোর নির্দেশ প্রদান করতে হবে; এবং

(৬) ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর ভোটকেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে নির্বাচনের পূর্বে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম গঠন:** নির্বাচন অনুষ্ঠান যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় এবং উক্ত নিরপেক্ষতা যাতে জনগণের নিকট দৃশ্যমান হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে/মেট্রোপলিটন এলাকায় রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম** গঠন করতে হবে। অনুরুপভাবে উপজেলা পর্যায়ে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম** গঠন করতে হবে। উক্ত টিমে বেসরকারি পর্যায়ের দল নিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জরুরী ভিত্তিতে উক্ত টিম গঠন করতঃ টিমের সদস্যদের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৫। **ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রতিবেদন দাখিল:** উল্লিখিত টিমকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচনি আচরণ বিধি ভংগ হয়েছে কিনা অথবা ভংগ হবার আশংকা রয়েছে কিনা বা নির্বাচনি প্রচারণা ও নির্বাচনি ব্যয় বাবদ নির্বাচন বিধিমালার বিধিতে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ব্যয় করেছে কিনা বা অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে নির্দেশ দেবেন। আচরণ বিধিমালা ভংগের কোন বিষয় নজরে আসা মাত্রই ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটিকে জানাতে হবে। অন্যান্য নির্বাচনি বিধি-নিষেধ ভঙ্গের ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ফৌজদারী আদালতেও অভিযোগ (Complaint) দায়ের করা যাবে। প্রয়োজনে উদ্ভূত সমস্যাবলী তাৎক্ষণিকভাবে নিরসনের পরামর্শ দেবেন। এ ছাড়াও স্থানীয় পরিস্থিতির উপর তিন দিন অন্তর অন্তর পূর্ণাংগ প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিতে হবে। প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাদের পক্ষে অন্য কেউ আচরণ বিধিমালার কোন বিধি ভংগ করলে বা ভংগ করার চেষ্টা করলে বা বিধিমালার কোন বিধি বিশেষ করে নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করলে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

৬। **আচরণ বিধিমালা অবহিতকরণ:** ভিজিল্যান্স টিম ও অবজারভেশন টিমের সদস্যসহ সকল প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলকে এবং তাদের নির্বাচনি এজেন্টকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং উক্ত বিধান ভঙ্গের দায়ে প্রদেয় শাস্তি বিশেষ করে আচরণ বিধি ভঙ্গের দায়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলকরণের বিষয় অবগত করানো নিশ্চিত করতে হবে।

৭। **নির্বাচন মনিটরিং টিম গঠন:** অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নির্বাচন মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে। উক্ত টিম গঠনের সাথে সাথে টিমের সদস্যদের নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এই টিম নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, বিধি, নির্বাচনি আচরণ বিধি এবং নির্বাচনের সার্বিক বিষয়াদি যথাযথ ও সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা তদারক করবে ও প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই টিম বিশেষ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে আর বিশেষ প্রয়োজন না হলে প্রতি পাঁচ দিন পর পর উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবে।

৮। **আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল গঠন:** জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতকরণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল গঠন করতে হবে। এ সেলে অন্যান্য সদস্যগণ হবেন পুলিশ সুপার বা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের একজন প্রতিনিধি, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সহযোগী আইন শৃঙ্খলা সংস্থা কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাবৃন্দ। অবিলম্বে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল গঠন করতঃ উক্ত সেলের সদস্যদের তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ সেল নির্বাচনি এলাকায় আইন-

শৃঙ্খলা সংরক্ষণকল্পে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই সেলও আইন শৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবে।

৯। **অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ:** সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে উল্লিখিত ব্যবস্থা ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

(১) সকল শ্রেণীর ভোটার যাতে তাদের ভোটাধিকার অবাধ ও নির্ভয়ে প্রয়োগ করতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও স্থানীয় আস্থাভাজন কর্মীদের সাথে সত্বর একটি এবং প্রয়োজনবোধে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আইন ও বিধিগত দিক উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করতে হবে। কারও কোন অভিযোগ থাকলে তা অবিলম্বে তদন্তপূর্বক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(২) নির্বাচনি এলাকার সকল স্তরের ভোটারদের এবং বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোটদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যকলাপ সম্পর্কে যেন সকল শ্রেণীর ভোটার পূর্ব থেকে নিশ্চিত হতে পারেন তা উপযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে;

(৩) ভোটকেন্দ্র এবং ভোটকক্ষের বাহিরে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসহ সকল বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার পরিচালনা জোরদার করতে হবে। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক চাঁদাবাজ, মাস্তান ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করতে হবে;

(৪) পর্যাপ্ত সংখ্যায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে মোতায়েনসহ চিহ্নিত গোলযোগপূর্ণ ভোটকেন্দ্রসমূহে বেশী সংখ্যায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা করতে হবে;

(৫) অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাদের সমর্থকগণ যাতে নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা মেনে চলেন এবং কোন তিক্ত, উস্কানিমূলক ও ধর্মানুভূতিতে আঘাত করে এমন কার্যকলাপ বা বক্তব্য প্রদান হতে বিরত থাকেন কিম্বা অর্থ, পেশীশক্তি অথবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা কেহ নির্বাচনকে প্রভাবিত না করতে পারেন এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০। **গৃহীত ব্যবস্থাদি নির্বাচন কমিশনকে অবহিতকরণ:** ভিজিল্যান্স টিম ও টিঅবজারভেশন টিম, মনিটরিং টিম ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সেল গঠন করে তা এবং উক্ত টিমসমূহের কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসার নির্ধারিত তিন দিন পর পর বা ক্ষেত্রমত তাৎক্ষণিক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবেন এবং টিমসমূহ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবগত করানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১১। **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:** জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সামগ্রিক কার্যক্রম শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আপনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে জেলায় পুলিশ সুপার/মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের সাথে আলোচনাক্রমে বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের ভোটকেন্দ্র এবং ভোটকেন্দ্রের বাহিরে নির্বাচনি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভ্রাম্যমাণ দল মোতায়েন করে সকল শ্রেণীর ভোটারদের ভোট দানে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোটদানের নিশ্চয়তা বিধান করবেন। উক্ত কর্মপরিকল্পনা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবেন।

০৫-১২-২০১৩

(মিহির সারওয়ার মোর্শেদ)
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-৩).৪৯৯

তারিখঃ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
০৮ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৫. সচিব (আপন/জন বিভাগ), রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. সচিব,..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)/আনসার ও ভিডিপি/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
১১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর
১২. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ...(সকল রেঞ্জ)
১৩. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ...(সকল)
১৪. যুগ্ম-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার
১৮. পুলিশ সুপার, ...(সকল)
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সকল)
২০. উপ-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
২৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৪. .....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৫. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সকল)
২৬. জেলা তথ্য অফিসার, ...(সকল)
২৭. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৮. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
২৯. অফিসার ইনচার্জ, ...(সকল)
৩০. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৪